www.babalokenath.org

পরম পুরুষ শ্রী শ্রী লোকনাথ ব্রহ্মচারী বাবার দিব্য আদেশ প্রাপ্ত শ্রীমৎ শুদ্ধানন্দ ব্রহ্মচারী প্রতিষ্ঠিত

লোকনাথ ডিভাইন লাইফ মিশনের

দিব্য জীবন

লোকনাথ ডিভাইন লাইফ মিশনের দিব্যজীবন

Lokenath Divine Life Missioner Divya Jeevan

নবমবিংশতি বর্ষ / Vol. - 29, Issue No. - 3 | তৃতীয় সংখ্যা, ২০ মে , ২০২৩ / May 20, 2023 | ৫ই জ্যৈষ্ঠ, সনঃ ১৪৩০

"কেবল জপ করলেই হলনা, মনকে প্রশান্ত করা দরকার।"

— ঠাকুর শ্রীশ্রী ভজন ব্রহ্মচারী

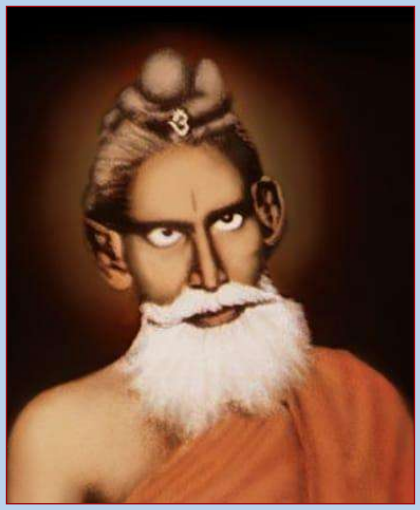

"তাপই তাহার পরীক্ষাস্থল। যখন তোমার কিছুতেই তাপ লাগবে না, সুখ বা দুঃখে, মানে বা অপমানে, শীতে বা গ্রীষ্মে, একই অবস্থায় থাকিবে তখনই বুঝিবে তুমি 'মুক্ত' হইয়াছ।"

—লোকনাথ ব্রহ্মচারী

হরিনাম সংকীর্ত্তন

মন্দির প্রাঙ্গনে শিবশম্ভু সিদ্ধিনাথ বাবার প্রতিষ্ঠার দুদিন পরে অর্থাৎ ৫ই ফেব্রুয়ারী, ২০২৩ (২১শে মাঘ, ১৪২৯) রবিবার, মাঘী পূর্ণিমার পুণ্যদিনে বোধিবাবার সংকল্পেই মন্দিরে হরিনাম সংকীর্ত্তনের আয়োজন করা হয়। সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত- প্রায় বারো ঘন্টা অখণ্ড হরিনাম সংকীর্ত্তন হয়। বোধিবাবার ইয়ুথ গ্রুপের ছোট ছোট ছেলে মেয়েরাই এই নাম সংকীর্ত্তনের দায়িত্বে থাকে। তারা নানা সুরে, নানা ভাবে হরে কৃষ্ণ নাম স্মরণ করে। উপস্থিত সমস্ত ভক্তগণও এই নামে মোহিত হয়ে নাম স্মরণে অংশগ্রহণ করেন। উলুধ্বনি, শঙ্খধ্বনিতে মন্দির প্রাঙ্গন মুখরিত হয়ে ওঠে।

নাম স্মরণের মধ্যেই বাবা লোকনাথের পূজা আরতি , ভোগনিবেদন হয়। বোধি বাবা নিজ হাতে, বাবা লোকনাথকে, ঠাকুর শ্রীশ্রী ভজন ব্রহ্মচারী কে ও আগরতলা মাকে মালা পরিয়ে দেন। সে এক অপূর্ব পরিবেশ। হরির লুঠের সাথে যেন প্রেমের, আনন্দের লুঠ হতে থাকে, যে যত পারো কুড়িয়ে নাও। সন্ধ্যের মুখে, প্রায় শেষের সময় সব সন্তানসহ বোধিবাবা হরিনামে বিভোর হয়ে যান। নামে, উলুধ্বনিতে, শঙ্খ ধ্বনিতে এমন এক মধুর পরিবেশ সৃষ্টি হয়- বোধিবাবা ভাবে বিভোর হয়ে ভাবসমাধিতে লীন হয়ে যান। যেন চৈতন্য মহাপ্রভু স্বয়ং হরিনাম করতে করতে নামীতে লীন হয়ে যাচ্ছেন। এই অপার্থিব দৃশ্যের সাক্ষী হয়ে থাকল বোধিবাবার ভক্তসন্তানগন। বাবা লোকনাথের চরণে চরণাশ্রিত হয়ে তারা যেনো নামের সঙ্গে নামীরও দর্শন পেলো। বিকাল ৫-৪০ মিঃ নাগাদ নাম সংকীর্ত্তন সাঙ্গ হয়। তারপর বোধিবাবা অল্পক্ষণের জন্য সৎসঙ্গ করে সকলকে বলেন, নামের মহিমা, কলিযুগে নামই শ্রেষ্ঠ। নাম ও নামী অভেদ। ভগবানকে কাছে পাওয়ার সবথেকে সরল পথ প্রাণের আকুলতা নিয়ে নাম করে যাওয়া।

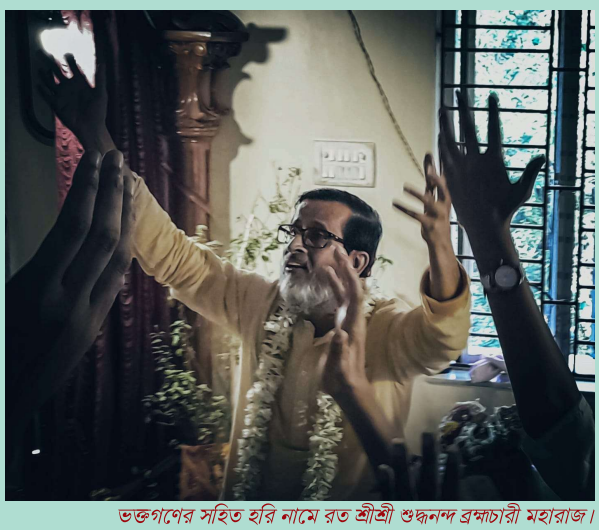

ভক্তগণের সহিত হরি নামে রত শ্রীশ্রী শুদ্ধনন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজ।

কিছু জিনিষ আছে, যা শেষ হয়েও শেষ হয় না। তার অনুরণন চলতে থাকে।তেমনই সারা মন্দিরে সব জায়গায় যেনো বাজতে থাকে এক সুর-

হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ, হরে হরে,
হরে রাম, হরে রাম, রাম রাম, হরে হরে।।

-কৃষ্ণা দত্ত

"Feeding ego is no good. But suffering from lack of self worth needs to be avoided! Make sure you see the positive side of you and live confidently knowing you are unique, incomparable, and a divine blessing in your own right. So much can happen through you the moment you allow the Divine in you to manifest."

~~Bodhi Shuddhaanandaa

লোকনাথ ডিভাইন লাইফ মিশন

প্রতিষ্ঠাতা ঃ শ্রীমৎ শুদ্ধানন্দ ব্রহ্মচারী

২৭৭, শান্তি পল্লী, কসবা, কোলকাতা- ৭০০১০৭
দূরভাষ (মিশন কার্যালয়)ঃ ৯৮৩১০-৩৮১৮৩
অনুসন্ধানঃ ৯৮৩০৭-২০০৩৬/৯৮৩১৫-৫১১৭০

সবিনয় নিবেদন,

বাবা লোকনাথ আজ আমাদের সকলের হৃদয়ের দেবতা। জাতি, ধর্ম, বর্ণ সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকলের তিনি বিপদের দিনে পরম বন্ধু। ঘরে ঘরে তাঁর আরাধনা। আমরা আগামী ১৯শে জ্যৈষ্ঠ ১৪৩০ (ইং ৩রা জুন, ২০২৩) শনিবার পূজ্যপাদ শ্রীশ্রী শুদ্ধানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজের নির্দেশে "মন্দির প্রাঙ্গণে" সচ্চিদানন্দময় সদ্‌গুরু শ্রীশ্রী লোকনাথ ব্রহ্মচারী বাবার ১৩৩ তম মহাসমাধি উপলক্ষে স্মরণোৎসব পালন করবো। বাবাজীর প্রাণ মাতানো নাম গানে সংঙ্গীতে উৎসব হয়ে উঠুক আনন্দ মুখর। আপনার সহযোগীতা ও আপনার পরিবারের সকলের উপস্থিতি আনবে প্রকৃত উৎসবের বার্তা- আমরা আনন্দময়ের সন্তান। জয় বাবা লোকনাথ।

শ্রীশ্রী লোকনাথ চরণাশ্রিত
ভক্তবৃন্দ

শ্রীশ্রী লোকনাথ ব্রহ্মচারী বাবার মহাসমাধি স্মরণোৎসব

স্থান ঃ বাবা লোকনাথের মন্দির প্রাঙ্গন
২৭৭ শান্তিপল্লী, কসবা, কলকাতা ৭০০ ১০৭

-ঃ অনুষ্ঠান সূচি ঃ-

১৯শে জ্যৈষ্ঠ ১৪৩০ (ইং ৩রা জুন, ২০২৩) শনিবার

সকাল ৫.৩০- মঙ্গলারতি, সকাল ৭.৩০- অভিষেক ও অর্চ্চনা
সকাল ৯.০০- বাল্য ভোগ, সকাল ৯.৩০- বিশেষ পূজা
সকাল ১০.০০- বিষ্ণুসহস্রনাম পাঠ ও লোকনাথ ভক্তিগীতি, সকাল ১১.১৫- পদ্ম অর্পণ
সকাল ১১.৪০- বাবার স্মরণোৎসব ক্ষণে দীপদান ও শঙ্খবাদন
দুপুর ১২.০০- শ্রীশ্রী শুদ্ধানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজের প্রবচন
দুপুর ১২.৩০- শ্রীশ্রী বাবা লোকনাথের ভোগ নিবেদন ও আরতি
সন্ধ্যা ৬.০০- সন্ধ্যা আরতি, সন্ধ্যা ৬.২০- ভক্তিগীতি
রাত্রি ৭.৩০- শ্রীশ্রী শুদ্ধানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজের আশীর্বচন ও নামগান
রাত্রি ৯.০০- শান্তি মন্ত্রপাঠ
দুপুর ১ টা থেকে ৩টা পর্যন্ত মহাপ্রসাদ বিতরণ

সম্পাদকীয়

বাংলা ভাষা এবং লেখক বোধি শুদ্ধানন্দ

কলকাতার বেহালা অঞ্চলের একটি বাংলা মাধ্যম স্কুলে অষ্টম শ্রেণীর পাঠ শেষ করে শ্রীশ্রী শুদ্ধানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজ চলে যান তাঁর মা,বাবার কাছে, সুদূর দক্ষিণ ভারতের বিজয়ওয়াড়া শহরে। তাঁর বাবা তখন দক্ষিণ ভারতেই কর্মরত ছিলেন। দক্ষিণ ভারতের একটি ইংরাজী মাধ্যম স্কুলে ভর্তি হলেন শুদ্ধানন্দজী, স্কুলের পর কলেজ, ইউনিভার্সিটিও দক্ষিণ ভারতেই এবং অবশ্যই ইংরাজী মাধ্যমে। কিন্তু অত্যাশ্চর্য ঘটনা এই যে, অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত বাংলা ভাষার বিদ্যে, জীবনের দীর্ঘ সময় দাক্ষিণাত্যের স্থানীয় ভাষার পরিবেশে থাকা এবং ইংরাজী মাধ্যমে পড়াশুনো করা-এসবের কোনো কিছুই বাংলা ভাষার প্রতি তাঁর আগ্রহ এবং এ ভাষায় তাঁর সাবলীল রচনার দক্ষতা- এ দুটোর কোনোটাই কমাতে পারেনি। ১৯৭৮ সালে ত্রিকালদর্শী মহাপুরুষ বাবা লোকনাথ তাঁকে সুক্ষম নির্দেশ দেন, ''লেখ, ছড়িয়ে দে'' এবং এটাও বলেন যে শুদ্ধানন্দজীর লেখা তাঁর ভালো লেগেছে। একজন মহাপুরুষের কাছ থেকে পাওয়া এই স্বীকৃতি একজন লেখকের জীবনের সর্বোত্তম স্বীকৃতি।

যে কোন ভাষার সঙ্গে দীর্ঘদিন সম্পর্ক না থাকলে বা ভাষাটিকে তেমন মর্যাদা দিয়ে অনুধ্যান না করলে সে ভাষায় দক্ষতা হ্রাস পেতে বাধ্য। অথচ বাংলা ভাষায় লেখা শুদ্ধানন্দজীর একাধিক গ্রন্থ পাঠ করলে কখনো মনে হয়না যে এ ভাষার থেকে তিনি দীর্ঘকাল বিচ্ছিন্ন ছিলেন। কি সাবলীল, কি স্বচ্ছন্দ তাঁর প্রকাশভঙ্গী, বাংলা ভাষায় কত অবিস্মরনীয় গ্রন্থ তিনি রচনা করেছেন। ''শিবকল্প মহাযোগী বাবা লোকনাথ'', ''মন চলো নিজ নিকেতনে'', ''চিন্তামুক্ত মনের আকাশ ভারমুক্ত জীবন'' ইত্যাদি প্রত্যেকটি গ্রন্থ ভাষা এবং বিষয়বস্তু-দুটি দিক থেকেই সমৃদ্ধ। প্রত্যেকটি গ্রন্থ তাঁর সাধনজাত অভিজ্ঞতার আলোকে উজ্জ্বল, সাধক শুদ্ধানন্দ মিশে গেছেন লেখক শুদ্ধানন্দের সত্ত্বার গহনে। তাঁর রচিত গ্রন্থে একদিকে যেমন সমৃদ্ধি হয়েছে বাংলা ভাষা, অন্যদিকে সমৃদ্ধ হয়েছেন অধ্যাত্মপিপাসু মানুষ, তৃপ্ত হয়েছেন সমস্যাজর্জরিত তাপদগ্ধ মানুষ। সহজ বাংলা ভাষায় তাঁর সাধনার ফল তিনি বিলিয়ে দিয়েছেন সাধারণের মধ্যে।

''ধ্যানের শুদ্ধ আনন্দ'' নামক একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকায় তিনি বলছেন, ''একবার নিজের অস্তিত্ব রূপ সত্তার সঙ্গে যোগ হলেই দেখবে জাগতিক কোন কিছুই আর তোমাকে তেমনভাবে নাড়া দেবেনা। যখন সফলতা অসফলতা কোন কিছুই আর নাড়া দেবেনা, তখন বুঝবে অকর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।'' সহজ ভাষার আবরণে গভীর উপলব্ধির ইঙ্গিত দিয়ে যায় এই লাইনগুলো। বাবা লোকনাথের জীবনী গ্রন্থ বাদ দিলে শুদ্ধানন্দজীর সবচেয়ে জনপ্রিয় এবং বহুল পঠিত গ্রন্থ, ''মন চলো নিজ নিকেতনে।'' বহু মানুষ বইটি পড়ে বিহ্বল হয়েছেন, বহু মানুষের জীবন সম্পূর্ণ নতুন এক খাতে প্রবাহিত হয়েছে, বহু মানুষ বইটিকে ব্যবহার করেছেন মনোরোগ উপশমের এক অব্যর্থ ওষুধ হিসাবে।

শুদ্ধানন্দজীর বইগুলি পড়লে দেহ মনে এক ধরণের স্নিগ্ধ প্রলেপ পড়ে। বর্তমানের অস্থির এই সময়ে যখন নানা কারণে মানুষের চিত্তবিভ্রম ঘটে চলেছে, প্রতিনিয়ত বেড়ে চলেছে মনোরোগীর সংখ্যা, তখন ''মন চলো নিজ নিকেতনে''র মতো গ্রন্থ মনের এক আশ্চর্য শুশ্রুষা। বইটির ভূমিকায় তাই লেখক বলেন, ''বইটি পড়ে আনন্দ পেলে সেই আনন্দের মধ্যেই আমার আনন্দের ভাগ আছে। শান্তি পেলে সেই শান্তির মধ্যে আমার শান্তির ভাগ আছে। নেতিবাচক মানসিকতা ছেড়ে আত্মবিশ্বাসী, ভগবৎ বিশ্বাসী হয়ে উঠলে ভাববো আমার জীবন সার্থক, তাঁর নিমিত্ত হয়ে কলম ধরা সার্থক''। সত্যিই সার্থক তাঁর কলম ধরা।

''চেষ্টা করে আসক্তি ত্যাগ করা যায় না, কেবল তাঁকে পাবার আসক্তি বাড়ালেই অন্য আসক্তি ত্যাগ হয়ে যায়। ত্যাগের জন্য ব্যস্ততা কিসের? জাগতিক জিনিষের স্বভাবই ত্যাগ হওয়া। আনন্দ আর শান্তি সকলেরই লক্ষ্য- উহা সকলের মধ্যেই আছে। উহার তো আর ত্যাগ হবে না। যা ত্যাগ হবার তা ত্যাগ হয়ে যাবে।''

- মা আনন্দময়ী

মিশন সংবাদ

সুন্দরবনের বালী ও বিজয়নগরে টিউবওয়েল সংস্কার-পানীয় জলের সুরাহা

সুন্দরবনের বিভিন্ন অঞ্চলে বর্তমানে পানীয় জলের সংকট রয়েছে। ভূগর্ভস্থ জলস্তর অনেকটা নেমে যাওয়ায় অতীতে যে সমস্ত টিউবওয়েলে সহজেই জল উঠত, সে সমস্ত টিউবওয়েলের অনেকগুলিতেই আজ আর জল ওঠেনা। ফলস্বরূপ নদীনালার দেশ বা সমুদ্র নিকটবর্তী হওয়া সত্ত্বেও, পানীয় জলের সমস্যা মানুষকে ভাবিয়ে তুলেছে। এই সমস্যার সমাধানে এগিয়ে এসেছে লোকনাথ ডিভাইন লাইফ মিশন। গোসাবা বিজয়নগরে বাবা লোকনাথের মন্দিরের সামনে একটি অকেজো টিউবওয়েলকে সারিয়ে তুলে সাধারণের ব্যবহারের যোগ্য করে তুলেছে মিশন, এখন শুধু এই অঞ্চল নয়, আশেপাশের গ্রামের বহু মানুষের পানীয় জলের একমাত্র ভরসাস্থল হয়ে উঠেছে এই টিউবওয়েল। এই অঞ্চলের বহু টিউবওয়েল যেগুলো থেকে স্থানীয় মানুষ একসময় পানীয় জল সংগ্রহ করতেন, এখন অকেজো, কিন্তু বাবা লোকনাথের কৃপায়, মিশনের উদ্যোগে

লোকনাথ মন্দিরের নিকটবর্তী এই টিউবওয়েল থেকে নির্গত হচ্ছে স্বচ্ছ জলের ধারা। শুধু বিজয়নগর নয়, সুন্দরবনের বালী এলাকাতেও ঠিক একইরকমের আরও একটি টিউবওয়েলকে সারিয়ে তুলে স্থানীয় সাধারণ মানুষের পানীয় জলের সমস্যার সমাধানে অগ্রনী ভূমিকা নিয়েছে মিশন।

সুন্দরবনের প্রত্যন্ত গ্রামগুলিতে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, খাদ্য, পরিবেশ সংরক্ষণ, কৃষি উন্নয়ন- ইত্যাদি প্রয়োজনীয় নানা বিষয় নিয়ে মিশন কাজ করে চলেছে গত শতাব্দীর নব্বই এর দশক থেকেই, কিন্তু দিনের পর দিন অকেজো হয়ে পড়ে থাকা টিউবওয়েল সংস্কার বর্তমানে এই অঞ্চলে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় কাজ হিসেবে এলাকার গ্রামবাসীদের কাছে মর্যাদা পেয়েছে। সামান্য জলের জন্য মানুষকে পেরোতে হয়েছে বহু পথ। অনেক সময় দেখা গেছে অকেজো টিউবওয়েলকে সারানোর চেষ্টা করেও সারানো যায়নি। অর্থের অপব্যয় হয়েছে মাত্র, এক্ষেত্রেও সেই আশঙ্কা যে একেবারে ছিলনা তা নয়। কিন্তু সব আশঙ্কাকে মিথ্যে প্রমানিত করে সেরে উঠল বালী ও বিজয়নগরের মন্দির নিকটবর্তী দুটি টিউবওয়েল। মিটেছে এই অঞ্চলের পানীয় জলের সমস্যা। সুন্দরবনে মিশনের সমস্ত প্রকল্পগুলি যিনি দেখাশোনা করেন সেই নিমাই বিশ্বাস মহাশয় জানালেন, যে পানীয় জল পেয়ে আশেপাশের সমস্ত মানুষ বাবা লোকনাথ এবং শ্রীশ্রী শুদ্ধানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজের নামে প্রতিনিয়ত জয়ধ্বনি দিয়ে চলেছেন, মিশনের বহুমুখী মানবকল্যাণমূলক প্রকল্পের তালিকায় পানীয় জল সমস্যার সুরাহা তাই গৌরবময় নবতম এক সংযোজন।

-মৌসুমী পাল

বালী ও বিজয়নগরে টিউবওয়েল সংস্কার-পানীয় জলের সুরাহা।

বাঁশতলা গ্রামে নরনারায়ণ সেবা

সুন্দরবনের এক প্রত্যন্ত গ্রাম এই বাঁশতলা, মুরারীশা, হাসনাবাদ, ভেবিয়া, হলদা মোড় পেরিয়ে শহর কলকাতা থেকে বহুদূরে নাম না জানা এক ছোট্ট গ্রাম, অথচ শ্রীশ্রী শুদ্ধানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজের আদর্শে ও অনুপ্রেরণায় লোকনাথ ডিভাইন লাইফ মিশনের বহুমুখী মানবকল্যান যজ্ঞ শুরু হয়েছে এই গ্রামে। একদিকে চলছে প্রতিদিন ১৪২ জন দরিদ্র মানুষকে অন্নদানের কাজ, যা শুরু হয়েছিল কোভিড মহামারী চলাকালীন আর অন্যদিকে শিক্ষাদান। এই অন্নদান প্রকল্পে প্রতিদিন ভাত, ডাল,সব্জী, নিতে আসা ৮৮ বছরের বৃদ্ধ পরমেশ্বর দাস জানালেন, 'ছেলে, মেয়ে কেউ দেখেনা, সবাই আমাকে ছেড়ে ভিন্ন হয়ে গেছে। রোজ আসি। বাবার দেওয়া এই প্রসাদ খেয়েই আমি মরতে চাই। একদিনও এই প্রসাদ না হলে বাঁচবনা।' প্রতিদিন অন্ন নিতে আসা গ্রামের সহজ, সরল মানুষগুলোর একজন শ্রীমতি অপর্না বোর বললেন, 'দু'বছর ফসল নেই, কিছু নেই, বাবার এই প্রসাদেই বেচে আছি।'

মিশন পরিচালিত সুন্দরবনের বাঁশতলা গ্রামে নরনারায়ণ সেবা।

Printed by **Swami Shuddhananda Brahmachari** Published by **Swami Shuddhananda Brahmachari** on behalf of Lokenath Divine Life Mission, Tel. : 9831038183 and
Published at 277 Shanti Pally, Kolkata - 700 107. Editor: **Mousumi Pal**